মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৬ (খসড়া)

যেহেতু নাগরিকগণের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সর্বজনীন মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির পুনর্বাসন সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণসহ শরীর ও সম্পত্তির অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিশ্চিতকরণকল্পে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজনীয়;

যেহেতু The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912) রহিতকরণপূর্বক ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ও অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন সমীচীন ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—

(১) এই আইন **মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৬** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -

(১) "অভিভাবক" অর্থ আইনগত অভিভাবক অথবা আদালত নিযুক্ত অভিভাবক, যিনি নাবালক অথবা পূর্ণবয়স্ক মানসিক রোগী অথবা তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন অথবা উভয়ের তত্ত্বাবধান করেন;

(২) "অপ্রতিবাদী রোগী (Nonprotesting patient)" অর্থ এইরূপ কোন মানসিক রোগী বা মানসিক প্রতিবন্ধী, যিনি মানসিক স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসা বা ভর্তি সংক্রান্ত মতামত প্রদানে অক্ষম কিন্তু মানসিক চিকিৎসা গ্রহণে বাধা প্রদান করেন না;

(৩) "আত্মীয়" অর্থ কোন মানসিক রোগীর রক্ত সম্পর্কীয় অথবা বিবাহ সম্পর্কীয় অথবা আদালত কর্তৃক অনুমোদিত বৈধ আত্মীয়-স্বজন, যিনি অভিভাবকের অপারগতায় অথবা অনুপস্থিতিতে রোগীর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ;

(৪) "আদালত" অর্থ এই আইনের ২৬ ধারায় বর্ণিত আদালত;

(৫) "চিকিৎসা" অর্থ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধ প্রয়োগ এবং সাইকোলজিক্যাল, কর্মসংস্থানমূলক পুনর্বাসন অথবা আইন অনুমোদিত অন্য যেকোন প্রকার গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা;

(৬) "চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান" অর্থ সরকার অনুমোদিত বা এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত যেকোন মানসিক হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র;

(৭) "চিকিৎসার সম্মতিপত্র (consent for treatment)" অর্থ কোন ব্যক্তি বা রোগীকে চিকিৎসার পূর্বে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, চিকিৎসার উপকারিতা, ঝুঁকি, চিকিৎসা গ্রহণ না করার ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে

অবহিত রেখে এবং প্রস্তাবিত চিকিৎসার বিকল্প চিকিৎসা সম্পর্কে ভীতি অথবা প্ররোচনা ব্যতিরেকে তাহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ;

(৮) "দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার" অর্থ সরকার অনুমোদিত বা নিবন্ধিত মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত মেডিকেল অফিসার,

(৯) "নাবালক (Minor)" অর্থ অনূর্ধ্ব আঠারো বৎসর বয়সের যেকোন ব্যক্তি;

(১০) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১১) "বেসরকারী সংস্থা" অর্থ মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকার অনুমোদিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ;

(১২) "ব্যবস্থাপক" অর্থ মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি;

(১৩) "মাদকাসক্তি" (Substance dependence) অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোনো দ্রব্য নিয়মিত ব্যবহার বা গ্রহন বা নিয়মিত গ্রহণ পরবর্তী অকস্মাৎ বন্ধের ফলে বিভিন্ন প্রকার কষ্টকর শারিরীক এবং মানসিক পরিবর্তনের লক্ষণ যাহা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর;

(১৪) "মানসিক রোগ" (Mental Disorder)" অর্থ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এবং মাদকাসক্তিসহ ক্লিনিক্যালি স্বীকৃত এমন কতক লক্ষণ অথবা আচরণ যাহা বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অথবা উভয় কষ্টের সহিত সম্পর্কিত এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনকে বাধাগ্রস্থ করে;

(১৫) "মানসিক অক্ষমতা" (**Mental disability**) অর্থ কোন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অসমর্থতা;

(১৬) "মানসিক অসুস্থতা" (Mental illness)" অর্থ মাদকাসক্তি এবং মানসিক প্রতিবন্ধিতা ব্যতিত মানসিক রোগের একটি ধরণ;

(১৭) "মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ" (Psychiatrist) অর্থ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল অনুমোদিত মানসিক রোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসক;

(১৮) "মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবি" অর্থ সাইকিয়াট্রি, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, সাইকিয়াট্রিক সোস্যাল ওয়ার্ক, অকুপেশনাল থেরাপি, এডুকেশনাল সাইকোলজি, কাউন্সেলিং, কাউন্সেলিং সাইকোলজি, সাইকোথেরাপি এবং সাইকিয়াট্রিক নার্সিং- এ নিয়োজিত ব্যক্তি;

(১৯) "মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত বন্দী" অর্থ আদালতের আদেশের মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য কোন চিকিৎসা কেন্দ্র বা নিরাপদ জায়গায় আইনানুগভাবে আবদ্ধ মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি;

(২০) "মানসিক স্বাস্থ্য ইউনিট'' অর্থ এই আইনের ৪ ধারার অধীনে গঠিত ইউনিট;

(২১) "মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটি" অর্থ এই আইনের ৫ ধারার অধীনে গঠিত রিভিউ কমিটি;

(২২) "রিসেপশন অর্ডার" অর্থ কোন ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং আবদ্ধ করিয়া রাখা অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তিকৃত রোগীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ;

(২৩) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স;

৩। মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অসুস্থতা ।-

(১) 'মানসিক স্বাস্থ্য' অর্থ এমন এক স্বাভাবিক অবস্থা যখন প্রত্যেক ব্যক্তি -

(ক) নিজের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবন করিতে পারেন;

(খ) জীবনের স্বাভাবিক চাপসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন;

(গ) উৎপাদনমুখী এবং ফলদায়ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিতে পারেন এবং

(ঘ) তাহার নিজ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য কোনভাবে অবদান রাখিতে সক্ষম হন।

(২) 'মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা' বলিতে ব্যক্তি অথবা সমাজ জীবনে এমন সঙ্কটকালীন অবস্থাকে বুঝাইবে যখন কোন ব্যক্তি -

(ক) নিজের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবন করিতে অপারগ হন অথবা

(খ) জীবনের স্বাভাবিক চাপসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জীবন যাপন করিতে অসমর্থ হন অথবা

(গ) উৎপাদনমূখী এবং ফলদায়ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিতে অক্ষম হন এবং

(ঘ) তাঁহার নিজ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য কোনভাবে অবদান রাখিতে সক্ষম নন।

(৩) 'মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি' বলিতে মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে বুঝাইবে :

তবে, শর্ত থাকে যে, মানসিক অসুস্থতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং একজন **মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ** অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক নির্ধারণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইবে না।

৪। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইউনিট।—

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকার ইহার অধীনস্থ দপ্তরে একটি পৃথক ইউনিট গঠন করিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে গঠিত ইউনিটের গঠন ও ক্ষমতা এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫। মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটি ।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসার লক্ষ্যে রোগী ভর্তির মেয়াদ নির্ধারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবক বা আত্মীয় সংক্ষুব্ধ হইলে জেলা পর্যায়ে গঠিত মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটির নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটির গঠন ও কর্মপরিধি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৬। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার।-

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৭। মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ চিকিৎসা সম্পর্কিত হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ।-

(১) সরকার মানসিক রোগীর চিকিৎসা এবং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যেকোন স্থানে প্রয়োজনানুপাতে মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এ্যালকোহল অথবা অন্যান্য দ্রব্যের নেশায় আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় পৃথকভাবে মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই সকল মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের যথাযথ মান নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান করিবে।

৮। লাইসেন্স।-

এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ধারা নিয়ন্ত্রিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (১৯৮২ সালের ৪ নং আইন) এবং The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1984 বা এতদসংক্রান্ত অন্য কোন আইনের অধীনে বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপিত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয়, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র ও পূনর্বাসন কেন্দসমূহের লাইসেন্স গ্রহণ, প্রত্যাহার বা বাতিল, মেয়াদ বৃদ্ধি, নবায়ন ও এ সংক্রান্ত আপিলসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহকে এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে ছয় মাস সময়ের মধ্যে একই প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। মানসিক হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র পরিদর্শন।—

লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শন কর্মকর্তা যেকোন সময়, যেকোন মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং এই সকল চিকিৎসালয় পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণপূর্বক লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

১০। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসার্থে ভর্তি ।-

মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ভর্তি, অপ্রতিবাদী রোগী ভর্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ভর্তির বিধান প্রযোজ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নাবালক রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে আইনানুগ অভিভাবক বা আত্মীয়ের সম্মতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা এবং অনিচ্ছাকৃত রোগীর ভর্তির ক্ষেত্রে ১৯ ধারার বিধান কার্যকর হইবে।

১১। স্বেচ্ছায় ভর্তির প্রক্রিয়া।–

(১) পূর্ণ বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং নাবালক রোগীর ক্ষেত্রে রোগীর নিজের, অভিভাবকের বা আত্মীয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভর্তি করা যাইবে;

(২)আবেদন প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ভর্তিচ্ছু ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন;

(৩) স্বেচ্ছায় ভর্তিকৃত রোগী স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র গ্রহণের অথবা চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে তিনি ভর্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক এই আইনের অধীন অনিচ্ছাকৃত ভর্তির আওতাভূক্ত ঘোষিত হইলে উক্ত আবেদন বিবেচ্য হইবে না;

(৪) স্বেচ্ছায় ভর্তিকৃত রোগীকে ভর্তির সময় আইন অনুসারে তাহার ভর্তির মর্যাদা(Admmission Status)পরিবর্তন অথবা স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র গ্রহণ অথবা চিকিৎসা প্রত্যাখান করিবার অধিকার খর্ব হইতে পারে মর্মে অবহিত করিতে হইবে;

(৫) মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটি দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণ বয়স্ক রোগী ভর্তির যৌক্তিকতা প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর এবং নাবালকের ক্ষেত্রে সাতদিন অন্তর পুনর্বিবেচনা করিবে।

১২। অপ্রতিবাদী রোগীর ভর্তির প্রক্রিয়া। -

(১) অভিভাবক অথবা আত্মীয়ের আবেদন বা সম্মতিক্রমে অপ্রতিবাদী রোগী ভর্তি করা যাইবে।

(২) মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ভর্তির জন্য আবেদন বা সম্মতি প্রাপ্তির ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৩) দীর্ঘমেয়াদী অপ্রতিবাদী রোগী ভর্তির যৌক্তিকতা মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটি সাতদিন অন্তর পুনর্বিবেচনা করিবে।

১৩। অনিচ্ছাকৃত ভর্তি প্রক্রিয়া।–

(১) উপ-ধারা (২) এর শর্ত সাপেক্ষে মানিসক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবক, আত্মীয় বা পুলিশ অফিসার অথবা একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের আবেদনের প্রেক্ষিতে অনিচ্ছাকৃত ভর্তি করা যাইবে। উক্ত ভর্তির মেয়াদ নিম্নরূপ হইবেঃ:

(ক) মেডিকেল অফিসারের সুপারিশে ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা পর্যন্ত জরুরী ভর্তি;

(খ) একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুপারিশ অনুসারে ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য ভর্তি;

(গ) মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটি কর্তৃক পুনর্বিবেচনা অনুসারে ১২০ (একশত বিশ) দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত চিকিৎসার জন্য ভর্তি;

(ঘ) মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটি কর্তৃক পুনর্বিবেচনা অনুসারে দ্বিতীয়বার ১২০ (একশত বিশ) দিন পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে পরবর্তীতে প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত চিকিৎসার জন্য ভর্তি:

(২) তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘায়িত চিকিৎসার জন্য অনিচ্ছাকৃত ভর্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল অফিসার বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা মানসিক চিকিৎসা রিভিউ কমিটি রোগীর অসুস্থতার প্রকৃতি ও মাত্রা, আক্রমণের ঘটনা ও প্রবণতা, ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মহত্যার প্রবণতা, রাস্তায় ভবঘূরে থাকিবার প্রবণতা এবং রোগী ভর্তি না করা হইলে তাহার নিজের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং জনগণের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইবার আশংকা বিবেচনা করিবে।

১৪। সাবালকত্ব অর্জনের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিধান।—

কোন নাবালক ভর্তি থাকাকালীন সময়ে ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে তাহার ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্ক রোগীর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৫। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত মানসিক রোগীর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান।—

ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত মানসিক রোগী আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনিচ্ছাকৃত ভর্তির তারিখ হইতে ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত ভর্তি থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট আদালত এই মেয়াদ পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার সংরক্ষণ করিবে।

১৬। স্বেচ্ছায় এবং অপ্রতিবাদী ভর্তিকৃত রোগীর ছাড়পত্র প্রদান (Dischrge) প্রক্রিয়া।—

(১) মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ হইবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের অনুমতিক্রমে বা রোগীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে (Discharge on request) ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে।

(২) স্বেচ্ছায় বা অপ্রতিবাদী ভর্তিকৃত কোন নাবালক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি অবস্থায় ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার তাহাকে সাবালকত্ব বিষয়ে অবহিত করিবেন এবং ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত রোগী তাহার ভর্তি অবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য অনুরোধ না করিলে অভিভাবক বা আত্মীয়ের সম্মতি সাপেক্ষে তাহাকে ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

১৭। অনিচ্ছাকৃত ভর্তি মানসিক রোগীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান।—

(১) এই আইনের ১৯ ধারার অধীন আবেদনের প্রেক্ষিতে আদেশের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃত ভর্তি কোন মানসিক রোগীকে ভর্তির জন্য যে ব্যক্তি আবেদন করিয়াছিলেন তিনি অথবা রোগী নিজে যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের নিকট ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন এবং যদি না এই আইনের অন্য কোন বিধানের অধীন উহা বারিত হয় তাহা হইলে সুস্থতা সর্ম্পকে নিশ্চিত হইবার পরে তাহাকে ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে ।

(১) এই আইনের বিধান অনুসারে চিকিৎসার জন্য ভর্তিকৃত ব্যক্তির ভর্তির মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি ব্যতিরেকে নির্ধারিত মেয়াদের অধিক সময় চিকিৎসা অব্যাহত রাখা যাইবে না।

১৮। মানসিক রোগীর অভিভাবক নিযুক্তকরণ।—

মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিজেকে দেখাশুনা করিবার সক্ষমতা না থাকিলে তাহার বা আত্মীয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত মানসিক রোগীর অভিভাবক নিযুক্ত করিবে।

১৯। রোগীর সম্পত্তি ও বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ।—

(১) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম হইলে আদালত একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিতে পারিবেন:

(২) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবক এবং তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপক উভয়ই উক্ত রোগীর সম্পত্তি হইতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর কোন মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বোধশক্তির অবনতির কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তাহার সম্পত্তি বা বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম না হন, সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবককে তাঁহার সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং তিনি এই সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা গ্রহনে অনীহা প্রকাশ করিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আদালতের নিকট মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বা বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করিবেন।

(৪) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ব্যবস্থাপক নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবেনঃ

(ক) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা;

(খ) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির নামে অথবা তাহার পক্ষে যেকোন সম্পত্তি গ্রহণ করা;

(গ) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির যেকোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা;

(ঘ) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অংশীদারী কারবার অবসান;

(ঙ) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির নামে অথবা তাহার পক্ষে যেকোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপক আদালতের অনুমতি ব্যতিত কোন অবস্থাতেই মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির কোন স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক, হস্তান্তর, বিক্রয়, ভাড়া, উপহার, বিনিময় করিতে অথবা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক উক্ত সম্পত্তি লিজ প্রদান করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহার দায়িত্বে থাকা সম্পত্তি ও সম্পদ, গৃহীত অর্থ এবং উক্ত ব্যক্তির মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ এবং স্থিতির হিসাব সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতের নিকট দাখিল করিবেন।

(৬) ব্যবস্থাপক মানসিক রোগ চিকিৎসার চলতি ব্যয় এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বা সম্পদ তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় আনুমানিক ব্যয় ব্যতিত অবশিষ্ট অর্থ সরকারী কোষাগারে উক্ত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে জমা প্রদান করিবেন, যদি না তাহাকে নিয়োগকারী আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দেশ প্রদান করেন যে, সংশ্লিষ্ট মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থে উক্ত অর্থ অন্যভাবে বিনিয়োগ বা খাটানো যাইবে এবং তিনি সকল লেনদেনের হিসাব রক্ষণ করিবেন।

(৭) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অভিভাবক আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, ব্যবস্থাপকের নিকট হইতে অথবা তাহার অপসারণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা তাহার মৃত্যুর পর বৈধ প্রতিনিধির নিকট হইতে তাহার অধীনে থাকা অথবা তৎকর্তৃক গৃহীত কোন সম্পত্তির হিসাব প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৮) যেক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানসিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত ব্যক্তির মানসিক রোগের সুস্থতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য আবেদন।—

(১) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হিসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন আত্মীয় উক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আদালত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হিসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার মানসিক অসুস্থতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তিকে বা উক্ত ব্যক্তি যে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রহিয়াছেন তাহাকে নোটিশে উল্লিখিত সময় ও স্থানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত রোগী যদি মহিলা হন এবং তাঁহার ধর্ম বা প্রথা অনুযায়ী জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় বাঁধা থাকে, তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার বসবাসের স্থানে কমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীকৃত নোটিশের একটি কপি আবেদনকারীকে এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত বিচার বিভাগীয় তদন্তে উপস্থিত থাকা আবশ্যক এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন তদন্তের উদ্দেশ্যে আদালত তৎবিবেচনায় উপযুক্ত দুইজন ব্যক্তিকে পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) তদন্ত সমাপ্তির পর আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা, নিজের যত্ন এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৬) মানসিক সক্ষমতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও অভিভাবক নিয়োগের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত আপীল আদালতে আপীল দায়ের করা যাইবে ।

২১। অভিভাবকহীন বা আত্মীয় পরিচয়হীন বা ঠিকানাবিহীন মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের অধিকার।–

(১) অভিভাবকহীন বা আত্মীয় পরিচয়হীন বা ঠিকানাবিহীন মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিকটতম স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তার তাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি মানসিক রোগে আক্রান্ত এবং নিজের যত্ন নিতে অক্ষম হিসাবে ধারণা করিবার কারণ থাকিলে এবং মানসিক রোগের কারণে উক্ত ব্যক্তিকে বিপজ্জনক মনে করিবার কারণ থাকিলে তাহাকে নিজের জিম্মায় গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের এখতিয়ার থাকিবে।

(২) অনুরূপভাবে হস্তান্তরিত মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসা সুবিধাসম্পন্ন সরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক প্রমাণক কাগজপত্রের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২২। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পুনর্বাসন।–

(১) অভিভাবকহীন বা আত্মীয় পরিচয়হীন বা ঠিকানাবিহীন মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থতার পর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তার সুস্থতার সনদপত্র বা প্রত্যয়নপত্রসহ উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলার বা নিকটতম সমাজ সেবার এখতিয়ার সম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করিবে।

(২) উপ-ধারা-১ এ বর্ণিত ব্যক্তির সুস্থতা পরবর্তী চিকিৎসা সেবা (Follow-up treatment) নিশ্চিতকরণে মানসিক চিকিৎসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৩। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা।–

দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পুনর্বাসনের অধিকার নিশ্চিত করণে এতদসংক্রান্ত পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পূর্বানুমতি বা অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আদালত প্রতিষ্ঠা।–

(১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকার ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রতি জেলায় জেলা জজের অধীনস্থ ন্যূনতম যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারকের নেতৃত্বে মানসিক স্বাস্থ্য আদালত প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মানবাধিকার ক্ষুন্নকারী যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আদালত স্বেচ্ছায় বা অভিযোগের ভিত্তিতে বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবে।

(৩) এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), আপোষের অযোগ্য (Non-compoundable) তবে জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে।

(৪) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত , বিচার ও আপীলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

২৫। অবৈধ মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার দন্ড।—

লাইসেন্সবিহীন মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনাকারী অনধিক ২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে অনর্ধিক ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ২০(বিশ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২৬। মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদানের দন্ড।—

কোন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মানসিক রোগে আক্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানসিক রোগে আক্রান্ত হিসাবে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদান করেন অথবা যদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানসিক রোগে আক্রান্ত নন মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১(এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২৭। মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে অন্যায্যভাবে রিসেপশন আদেশের মাধ্যমে আটক রাখার দন্ড।—

যদি কোন ব্যক্তি, সত্য গোপন করিয়া আদালত হইতে রিসেপশন আদেশ হাসিলের মাধ্যমে কোন মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানসিক হাসপাতাল বা মানসিক সেবালয়ে ভর্তিপূর্বক আটক রাখে অথবা অবস্থান করায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২৮। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য ব্যবহার করিবার দন্ড।—

কোন মানসিক সমস্যায় বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের জন্য সুবিধাজনক মনে করিয়া অন্য কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহার করিলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ন্যূনতম ২(দুই) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২৯। আইন ও বিধি লংঘনের দন্ড ।-

কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘন করিলে উক্ত লংঘনের জন্য সুস্পষ্টভাবে কোন শাস্তির উল্লেখ না থাকিলে উক্তরূপ লংঘনের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩০। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—

(১) এই আইনের অধীনে কোন বিধান লঙ্ঘনকারী সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ বা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা সমিতি বা সংগঠন হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক পরিচালক বা অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য বা ম্যানেজার বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট ব্যক্তিগতভাবে বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

৩১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম।-

এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিবার জন্য বা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য সরকার অথবা মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কোন চিকিৎসক বা সেবাদানকারী বা মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩২। বিধি প্রণয়ন।—

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনানুপাতে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।—

(১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912) রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে রহিত করণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীনে কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।